সুলতানুল হিন্দ খাজা

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

গরীবে নেওয়াজ

03-February-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْراً بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর একজন ফিরিশতা এই দরূদ আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন। যেমন: নিয়্যত করুন! ✯ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ✯ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ✯ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রজবুল মুরাজ্জব মাস তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে, রজব ইসলামী বছরের সপ্তম মাস, **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ الرَّجَبَ شَهْرُ الله নিশ্চয় রজব **আল্লাহ পাকের** মাস।[১] আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রজব মাসে দোয়া করতেন: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ হে **আল্লাহ পাক**! আমাদের জন্য রজব এবং শা'বানে বরকত দান করো আর আমাদের রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।[২] সূফীয়ায়ে কিরাম বলতেন: রজব হলো বীজ বপনের মাস আর শা'বান অশ্রু প্রবাহিত করে পানি দেয়ার মাস এবং রমযান হলো ফসল কাটার মাস।[৩]

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/৩৬৯, হাদীস ৩৮০৪।
২. মু'জামু আওসাত, ৩/৮৫, হাদীস ৩৯৩৯।
৩. লাতায়িফুল মাআরিফ, অযীফায়ে শহরে রজব, ১৭০ পৃষ্ঠা।

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! বীজ বপনের মাস আগমন করেছে, অধিকহারে ইবাদতের বীজ বপন করে নিন, যিকির ও দরূদের আধিক্য করুন, নিয়মিত নামায পড়ুন, তাহাজ্জুদ, ইশরাক চাশত, আওয়াবিন ইত্যাদি নফল নামাযও পড়ুন, অধিকহারে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করুন, ইলমে দ্বীন শিখুন, ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণ করুন, দ্বীনি কাজের সাড়া জাগান এবং নফল রোযাও রাখুন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রজবের প্রথম দিনের রোযা ৩ বছরের কাফফারা স্বরূপ, দ্বিতীয় দিনের রোযা ২ বছরের কাফফারা স্বরূপ, তৃতীয় দিনের রোযা ১ বছরের কাফফারা স্বরূপ। এরপর রজবের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের কাফফারা স্বরূপ।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজব শরীফে খাজায়ে আজমীর, আতায়ে রাসূল, ওয়ারিশে রাসূল, সুলতানুল হিন্দ, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী সানজারী আজমেরী প্রকাশ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরশ মুবারক হয়ে থাকে। এই ব্যাপারে আজ اِنْ شَآءَ الله খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কল্যাণময় আলোচনা করা ও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশেষ ফয়যান নসীব করুন। اٰمِين

অগ্নিপূজারী মুসলমান হয়ে গেলো

বর্ণিত আছে: খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ**র পথে বিভিন্ন শহরের সফর করতে করতে বাগদাদ পৌঁছলেন, সেখানে তিনি কয়েক মাস অবস্থান করেন, বাগদাদে ৭জন অগ্নিপূজারী (অর্থাৎ আগুনের

১. জামেয়ে সগীর, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০৫১।

পূজাকারী) থাকতো, তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আগুনের পূজা করাতে অনেক পরিশ্রম করতো, একদিন এই সাতজন খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলো, তাদেরকে আসতে দেখে খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের উপর ক্রোধের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তারা খাজার দৃষ্টির তাপ সহ্য করতে পারলোনা, তাদের রঙ হলদে হয়ে গেলো এবং হাত পা থড়থড় করে কাঁপতে লাগলো, খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললেন: হে বেদ্বীন! তোমারা **আল্লাহ পাক**কে ছেড়ে দিয়ে আগুনের পূজা করো...? বললো: হুযুর! কিয়ামতের দিন যেনো আমাদের না জ্বালায়, সেই কারণে আমরা এর পূজা করি। খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আগুন শুধু তাদেরই জ্বালাবে না, যারা আগুনকে সৃষ্টিকারী স্রষ্টা ও মালিক এক **আল্লাহ**র ইবাদত করে। একথা শুনে তারা বললো: আপনি **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করেন, আসুন! পরীক্ষা করে নিই, যদি আগুন আপনাকে না জ্বালায় তবে আমরা কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাবো। একথা শুনার সাথে সাথেই খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে বিলায়ত জোশে এসে গেলো, বললেন: **আল্লাহ**! **আল্লাহ**! আগুন তো মঈনুদ্দীনের জুতাও জ্বালাতে পারবে না। সামনেই আগুন জ্বলছিলো, খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জুতা মুবারক খুললেন এবং আগুনে নিক্ষেপ করলেন আর বললেন: হে আগুন! মঈনুদ্দীনের জুতাকে জ্বালিও না। খাজার বার্তা শুনতেই আগুন আদেশ পালন করলো এবং তখনই ঠান্ডা হয়ে গেলো।

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামত দেখে আগুনের পূজাকারীদের অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, অন্তরে ঈমানের নূর ঝলমল করে উঠলো এবং সাথেসাথেই কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলো, খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদেরকে নিজের সহচর্য ও খেদমত দ্বারা ধন্য

করলেন। سُبْحٰنَ الله! খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সহচর্যের ফয়যান দেখুন! **আল্লাহ পাক** এই সাতজনকে বিলায়তের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্টিত করেন।[১]

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ষষ্ট হিজরী সনের অনেক উচ্চ পর্যায়ের মনিষী, তিনি ৫৩৭ হিজরীতে সাজাস্তানের 'সানজার' এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন, এই হিসেবে তাঁকে 'সানজরী' বলা হয়।[২] খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামে পাক হলো হাসান এবং মঈনুদ্দীন। গরীবে নেওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ, ওয়ারিসুন নবী, আতায়ে রাসূল ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নজিবুত তারাফাঈন অর্থাৎ পিতা মাতা উভয় দিক দিয়ে সৈয়দজাদা, ১২জন পূর্বপূরষের মাধ্যমে তাঁর বংশীয় ধারা আমীরুল মুমিনীন, মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[৩]

مَاشَآءَالله খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীনের অনেক বড় প্রেমিক ছিলেন, তাঁর বয়স ছিলো ১৫ বছর, যখন সম্মানিত পিতার ছাড়া তাঁর উপর থেকে উঠে যায়, ওয়ারিশ সূত্রে তিনি একটি বাগান এবং একটি পান চাক্কি (ঐ চাক্কি, যা পানির সাহায্যে চলে এবং আটা ইত্যাদি পেষণ করে) পেয়েছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগান বিক্রি করে দিলেন, পান চাক্কিও বিক্রি করলেন আর অবশিষ্ট যা মালামাল ছিলো সবই বিক্রি করে দিলো, বিক্রিলব্ধ টাকা ফকীর, মিসকিনদের সদকা করে দিলেন এবং ইলমে দ্বীনের পথে মুসাফির হয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি সমরকন্দ গেলেন,

১. ইক্তিবাসুল আনওয়ার, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।
২. ইক্তিবাসুল আনওয়ার, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।
৩. ফয়যানে খাজা গরীবে নেওয়াজ, ৩ পৃষ্ঠা।

সেখানে কোরআনে করীম হিফয করেন[১] এবং মাওলানা শরফুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে ইলমে দ্বীন শিখেন, খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যতই ইলম শিখতেন, ইলমের পিপাসা আরো বৃদ্ধি পেতো, অতএব সমরকন্দে ইলম শিখে তিনি বোখারা আগমন করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন শায়খ হুসসামুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাগরেদী গ্রহণ করলেন, প্রায় ৫ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি তখনকার প্রচলিত জ্ঞানার্জন করে নিলেন, জাহেরী জ্ঞান শিখে নেয়ার পর তিনি বাতেনী জ্ঞানের প্রতি মনযোগী হলেন এবং এরজন্য ইরানের 'হারওয়ান' এলাকায় পৌঁছলেন, এখানে হযরত খাজা ওসমান হারওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট বাইয়াত হলেন এবং প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত পীর সাহেবের খেদমতে উপস্থিত থেকে মারিফাতের স্তর অতিক্রম করতে থাকেন।[২]

৫৪৫ হিজরী থেকে শুরু করে ৬২২ হিজরী পর্যন্ত ৭৭ বছরের অধিকাংশ সময় খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফরে অতিবাহিত করেন, মদীনা মুনাওয়ারা, মক্কায়ে মুকাররমা, খোরাসান, সমরকন্দ, বোখারা, ইরাক, হারওয়ান, বাগদাদ, কিরমান, হামদান, তীবরিয, আস্তারাবাদ, খারকান, হাররাত, গযনী, রে, বাদাখশাঁ, দামেশক, জীলান, আসফাহান, মুলতান, লাহোর, দিল্লী এবং আজমীর ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে গিয়েছেন, সেখানে বিদ্যমান বুযুর্গানে দ্বীন, আউলিয়ায়ে কিরামের খেদমতে হাজিরী দেন, কোথাও ইলম ও মারিফাতের ফয়যান বিতরণ করেন, কারো থেকে ইলমে জাহেরী ও বাতেনী শিখাতে লিপ্ত হয়ে যান, প্রায় ৫ মাস তিনি বাগদাদ শরীফে পীরানে পীর, পীরে দস্তগীর শায়খ আব্দুল কাদের

১. ইক্তিবাসুল আনওয়ার, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।
২. মিরাতুল আসরার, ৫৯৪ পৃষ্ঠা।

জিলানী অর্থাৎ হুযুর গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতেও হাজির হন,[১] খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দ্বীনের অনেক খেদমত গুজার ছিলেন, তিনি প্রায় ৯০ লাখ কাফেরকে কলেমা পাঠ করিয়ে মুসলমান করেন, ৯৬ বছর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, ৬ রজব ৬৩৩ হিজরী সোমবার শরীফ ফজরের সময় মুরীদরা অপেক্ষায় ছিলো যে, পীর ও মুর্শিদ আগমন করবেন, ফজরের নামায পড়াবেন কিন্তু হুযুর খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আসলেন না, অনেক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হুজরার দরজা খুলে দেখলো, তখন বেদনার সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে গেলো, হুযুর খাজায়ে খাজেগান, সুলতানুল হিন্দ, খাজা গরীবে নেওয়াজ, মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী, সানজারী, আজমেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ওফাত গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই ঈমানোদ্দীপক দৃশ্য নিজের চোখে দেখলো যে, খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নূরানী কপালে লিখা ছিলো: حَبِیۡبُ اللّٰہِ مَاتَ فِیۡ حُبِّ اللّٰہِ **আল্লাহ**র মাহবুব বান্দা, **আল্লাহ**র ভালবাসায় ওফাত লাভ করলো।[২] হুযুর খাজা সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মাযার মুবারক ভারতের উত্তরের রাজ্য রাজস্থানের প্রসিদ্ধ শহর আজমীরে অবস্থিত।[৩] **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুরীদদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

৫৮৩ হিজরীতে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মক্কা মুকাররমায় উপস্থিত হলেন এবং হেরেমে পাকে ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। একদিন তিনি

১. হিন্দ কা রাজা, ৭০ পৃষ্ঠা।
২. হিন্দ কা রাজা, ৭৮ পৃষ্ঠা।
৩. মিরাতুল আসরার, ৬১০ পৃষ্ঠা।

ইবাদত করছিলেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: মঈনুদ্দীন! আমি তোমার প্রতি খুশি এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, তোমাকে আমার নৈকট্যে সম্মানের জায়গা দিয়েছি, আজ যা ইচ্ছা প্রার্থনা করো, তোমার ইচ্ছা পূরণ করা হবে। **আল্লাহ** আকবর! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে বিনয়ের সহিত আরয করলো: মওলা! একজন বান্দার জন্য এর চেয়ে খুশি আর কি হবে যে, তুমি তাকে নিজের দরবারে গ্রহণ করে নিয়েছো, এরপর যদি আমার কোন ইচ্ছা থাকে, তবে তা হলো যে, আমার মুরীদদের ক্ষমা করে দাও। ইরশাদ হলো: মঈনুদ্দীন! তোমার ইচ্ছা মুবারক হোক, কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি তোমার সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত হবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১]

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন সুলতানুল হিন্দ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন সুলতানুল হিন্দ আর এই সুলতানী তাঁকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দান করেছেন, একবার খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলিশান দরবারে উপস্থিত ছিলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ এলো: মঈনুদ্দীন! তুমি হলে আমার দ্বীনের মঈন (অর্থাৎ সাহায্যকারী), আমি তোমাকে হিন্দের (ভারতের) বিলায়ত দান করলাম, আজমীর যাও! তোমার উপস্থিতিতে বেদ্বীনি দূর হবে এবং ইসলাম আলোকিত হবে।[২]

হে খাজা গরীবে নেওয়াজের মুহাব্বাতকারীরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه হিন্দ তথা ভারত হলো খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্রাজ্য, প্রত্যেক যুগে ধনী ও

১. হিন্দ কা রাজা, ৭৩ পৃষ্ঠা।
২. হিন্দ কা রাজা, ৭৩ পৃষ্ঠা।

গরীব, নেককার ও গুনাহগার, জ্ঞানী ও অজ্ঞ, শাসক ও প্রজা, মুনিব ও চাকর সবার জন্য খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আস্তানা অন্তরের প্রশান্তি এবং প্রাণের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলো ও আছে, মুসলমান বাদশাহ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসকরাও পর্যন্ত সবাই খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহত্বের সামনে ভক্তি সহকারে মাথা নত করেছে। ১৯০২ সালের কথা, পাক ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের শাসন ছিলো, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড কার্জন ছিলো ভারতের গভর্ণর, সে একদিন আজমীর শরীফ উপস্থিত হলো, খাজার দরবারে সে আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখলো, ধনী ও গরীব, মনিব ও চাকর সবাই খাজার দরবারে ভক্তি সহকারে মাথা নত করে আছে, এই দৃশ্য দেখে সে তার সরকারকে চিঠি লিখলো এবং এতে এক ঐতিহাসিক বাক্য ছিলো, লিখেছিলো: "আমি ভারতে একটি কবরকে রাজত্ব করতে দেখলাম।"[১]

দেখো তো সাখাওয়াত মে কিয়া শান হে খাজা কি
খাতে হে শাহানশাহ ভি টুকরা মেরা খাজা কা
নযরোঁ মে নেহী ভাই, কওনাইন কি সুলতানী
শাহোঁ সে ভি আফযল হে, মাঙ্গতা মেরে খাজা কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গরীবের প্রতি দানশীল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজ কল্যাণ (*social welfare*) অনেক বড় একটি নেকী। مَاشَآءَالله খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাল্যকাল থেকেই অপরের কাজে আসা, দুঃখ ভাগ করা, মিসকীন, গরীব, ফকীরদের সাথে কল্যাণকারী, তাদের মনতুষ্টকারী ছিলেন।

১. হিন্দ কা রাজা, ২৯ পৃষ্ঠা।

কিছু কিছু ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, শিশুকালে যখন খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুধ পান করার বয়সে ছিলো, একদিন তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের কোলে দুধ পান করছিলেন, এমন সময় এক গরীব মহিলা এলো, তার কোলেও একটি শিশু ছিলো, যে ক্ষুধার কারণে কাঁদছিলো, শিশুটিকে কাঁদতে দেখে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান মহিলাটিকে বললেন: তোমার সন্তান ক্ষুধার্ত, তাকে দুধ পান করাচ্ছো না কেন? একথা শুনে দুঃখী মায়ের চোখে অশ্রু এসে গেলো, ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললো: হে জনাবা! আমি গরীব, ঘরে খাবারের অভাব, কয়েকদিন ধরে এক গ্রাসও পেটে যায়নি, তাই সন্তান দুধ থেকে বঞ্চিত। এতটুকু শুনার সাথে সাথে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছোট্টা আঙ্গুল দ্বারা শিশুটির দিকে ইশারা করলেন, যেনো আম্মাজানের খেদমতে আরয করছিলো যে, আপনি ছোট্ট শিশুটিকে দুধ পান করিয়ে দিন। সম্মানিতা আম্মাজান বুঝে গেলেন, অতএব খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আবেদনে তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান সেই শিশুটিকে কোলে নিলেন এবং দুধ পান করালেন, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিশুটিকে দুধ পান করতে দেখে অনেক হাসলেন এবং খুশি প্রকাশ করলেন।[১]

কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাল্যকাল শরীফে নিজের সমবয়সী শিশুদের ঘরে ডেকে আনতেন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন।[২] তাঁর বাল্যকালেরই একটি ঘটনা হলো যে, একবার ঈদের দিন ছিলো, সকালে মানুষ নতুন কাপড় পরিধান করলো, আনন্দচিত্তে ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলো, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও নতুন এবং দামী কাপড় পরিধান করেন

১. হিন্দ কা মুর্শিদে আযম, ৯৯ পৃষ্ঠা।
২. হিন্দ কা মুর্শিদে আযম, ৯৯ পৃষ্ঠা।

আর ঈদগাহের দিকে যাত্রা করলেন, পথিমধ্যে এক যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য দেখলেন, রাস্তার পাশে এক শিশু দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টিশক্তিহীন, তার পুরোনো কাপড়, দারিদ্রাবস্থা এবং চেহারায় উদাসী ও দুঃখ দেখে খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তর কেঁদে উঠলো, তিনি হাত ধরে শিশুটিকে ঘরে নিয়ে এলেন নিজের দামী পোশাক খুলে গরীব শিশুটিকে পরিয়ে দিলেন, নিজে পুরোনো কাপড় পরলেন এবং সেই গরীব ছেলেটিকে সাথে নিয়ে ঈদগাহের দিকে চলে গেলেন।[১]

সৃষ্টির খেদমত করার ফযীলত

হে আশিকানে আউলিয়া! হে আশিকানে গরীবে নেওয়াজ! আপনারা শুনলেন যে, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ গরীবের প্রতি দানশীল ছিলেন! **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও গরীবকে সাহায্য করা, তাদের দুঃখ ভাগ করে নেয়ার সামর্থ্য দান করো। আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ সকল সৃষ্টি হলো **আল্লাহ পাকে**র পরিবার, فَاَحَبُّهُمْ اِلَى اللهِ اَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهٖ তো **আল্লাহ পাকে**র অধিক পছন্দনীয় হলো সেই, যে **আল্লাহ পাকে**র পরিবারকে অধিক উপকৃত করে।[২]

(২) একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন দুঃখ পিড়ীতকে সাহায্য করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য ৭৩টি মাগফিরাত লিখে দেন, এর মধ্যে একটি মাগফিরাত দ্বারা তার সকল কাজ সঠিক হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট ৭২টি মাগফিরাত কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা হবে।[৩]

---

১. হিন্দ কা মুর্শিদে আযম, ১০১ পৃষ্ঠা।
২. জামেয়ে সগীর, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১৩৫।
৩. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিত তাউন আলাল বিররে ওয়াত তাকওয়া, ৬/১২০, হাদীস ৭৬৭০।

(৩) হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: یَا عَائِشَۃُ اَحِبِّی الۡمَسَاکِیۡنَ وَ قَرِّبِیۡھُمۡ হে আয়েশা! মিসকিনদের ভালবাসো! তাদেরকে নিজের নৈকট্যশীল রাখো! فَاِنَّ اللّٰہَ یُقَرِّبُکِ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর নৈকট্য দ্বারা ধন্য করবেন।[১]

হযরত নূহ عَلَیۡہِ السَّلَام গরীবদের সঙ্গ ছাড়েননি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গরীবদের মনতুষ্টির জন্য তাদের নিকট বসা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর সুন্নাত। একবার কাফেররা হযরত নূহ عَلَیۡہِ السَّلَام কে বললো: আপনার নিকট গরীব ও মিসকিন লোকেরা বসে, তাদেরকে আপনার মজলিশ থেকে বের করে দিন, যাতে আমরা আপনার নিকট আসতে পারি এবং আপনার কথা মান্য করি। এতে হযরত নূহ عَلَیۡہِ السَّلَام যেই উত্তর দিয়েছিলেন, **আল্লাহ পাক** তা কোরআনে করীমে এভাবে ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা ১৯, আশ শো'রাআ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দেবার নই।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতের আলোকে রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো, গরীব ও ফকীরদের সাথে বসা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام সুন্নাত, অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, তারা যেনো গরীব মুসলমানদের সাথে উঠা বসা রাখে, তাদের মনতুষ্টি করে

১. তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, বাবু মাজাআ ইন্না ফুকারাআ...., ৫৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৫২।

এবং তাদের সমস্যা দূর করার জন্য আমলীভাবে পদক্ষেপ নেয়ারও চেষ্টা করা।[১]

গরীবের প্রতি দানশীলতা হলো মুস্তফার সুন্নাত

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গরীবদের অনেক খেয়াল রাখতেন। কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"শিফা শরীফ"** এর লিখেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিঃস্বদের শুশ্রুষা করতেন, মিসকিনদের সাথে বসে যেতেন এবং কোন গোলামও দাওয়াত দিলে তবে তা কবুল করে নিতেন।[২]

আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন অসহায়কে দেখতেন তখন নিজের খাবারও উঠিয়ে তাকে দিয়ে দিতেন, অথচ **তাঁর** নিজেরও এর প্রয়োজন হতো, **তাঁর** দান বিভিন্ন ধরনের হতো: কাউকে উপহার দিতেন, কারো থেকে ঋণের বোঝা নামিয়ে দিতেন, কাউকে সদকা প্রদান করতেন, কখনো কাপড় কিনে দিতেন, এর মূল্য আদায় করে দিতেন এবং সেই কাপড় যার থেকে কিনেছেন তাকেই দান করে দিতেন, কখনো ঋণ নিতেন এবং (নিজের পক্ষ থেকে) এর পরিমাণের চেয়েও বেশি দান করে দিতেন, কখনো উপহার গ্রহণ করতেন তবে এর চেয়েও কয়েক গুণ বেশি উপহার প্রদান করতেন।[৩] **আল্লাহ পাক** আমাদেরকেও গরীবদের সাহায্য করা, তাদের দুঃখ ভাগ করা, তাদের সমস্যা সমাধান করা, তাদের দুঃখের অংশীদার হওয়ার সামর্থ্য দান করো।

---

১. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ১তম পারা সূরা শো'রাআ, ১১৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/১২২।
২. কিতাবুস শিফা, কসমুল আওয়াল, বাবুস সানি, ফসলু ওয়াআমা তাওয়াদেয়ে, ১/১০৫।
৩. মাদারিজুন নবুয়ত, ২য় অধ্যায়, ১/৪৯।

জায়নামাযের নিচে গায়েবী ধনভান্ডার

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রিয় মুরীদ খাজা বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি অনেক দিন যাবৎ খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এই সময়ে আমি কখনোই কোন ফকীরকে তাঁর দরবার থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে দেখিনি।

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খানকা শরীফে প্রতিদিন খাবার প্রস্তুত করা হতো, শহরের সকল গরীব ও মিসকিনরা আসতো এবং মন ভরে খাবার খেতো। লঙ্গর খানার খাদেম তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতো, লঙ্গর খানার খরচ চাইতো, তিনি জায়নামাযের একটি কোণা উঠিয়ে দিতেন আর বলতেন: আজকের খরচের জন্য যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে নাও, খাদেম প্রতিদিনকার প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা নিয়ে নিতো এবং লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনা চালাতো।[১] এছাড়াও খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শহরের দরবেশদের জন্য ভাতাও নির্ধারণ করেছিলেন, নিয়ম অনুযায়ী সকল দরবেশের নিকট তা পৌঁছে দেয়া হতো।[২]

খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কৃষককে সাহায্য করলেন

একবার এক কৃষক খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: হুযুর! শহরের শাসক আমার ক্ষেতের সমস্ত ফসল জব্দ করে নিয়েছে এবং বলছে: শাহি ফরমান ব্যতীত তোমায় তোমার উৎপাদিত ফসলের কোন অংশই দেয়া হবে না। হুযুর! দয়া করুন! আপনার খলিফা খাজা বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে চিঠি লিখে

১. ইক্তিবাসুল আনওয়ার, ৩৭৬-৩৭৭ পৃষ্ঠা।
২. মঈনুল আরওয়াহ, ১২ পৃষ্ঠা।

শাসকের নিকট সুপারিশ করে দিন। খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুঃখী কৃষকের আবেদন শুনলেন এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করলে বললেন: যদিও সুপারিশেও তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ পাক** তোমার কাজের জন্য আমাকে নির্বাচন করেছেন, অতএব আমার সাথে দিল্লী চলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই কৃষককে সাথে নিয়ে আজমীর শরীফ থেকে দিল্লী গমন করলেন, তখনও পথেই ছিলেন, কোনভাবে খাজা বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে গেলেন, খাজা বখতিয়ার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্রুত তখনকার শাসক সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের নিকট পৌঁছলেন, তাকে খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আগমনের বার্তা দিলেন, সুলতান শামসুদ্দীম আলতামাশ খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খুবই ভক্তি করতেন, তিনি খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য শাহি সম্ভাষনের ব্যবস্থা করলেন, যখন খাজা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করলেন তখন খাজা বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন: এই কৃষকের কাজে দিল্লী এসেছি। আরয করা হলো: হুযুর! এই কাজ তো এখানকার খাদিমও করে দিতো, আপনি এতো কষ্ট কেন করলেন? বললেন: যখন এই কৃষক আমার নিকট এলো তখন খুবই ব্যথিত ছিলো, আমি তার কাজের ব্যাপারে মুরাকাবা করলাম, গায়েব থেকে আদেশ হলো: কারো দুঃখে অংশীদার হওয়া হলো বন্দেগী, আমি তার দুঃখে অংশীদার হওয়ার জন্যই এসেছি। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের সাথে সাক্ষাত করে বেচারা কৃষকের সমস্যা সমাধান করালেন।

اَللّٰہُ اَکْبَرُ যুগের বাদশাহ যার খেদমতে খাদিম হয়ে আসতো, তিনি একজন দুঃখী কৃষকের দুঃখ দূর করার জন্য নিজের ব্যস্ততা ছেড়ে, আজমীর থেকে দিল্লী পর্যন্ত সফর করা এবং এত কষ্ট সহ্য করা আসলেই আশ্চার্যজনক। আহ! আর আমরা দুনিয়া উপার্জন থেকে অবসর পাইনা, আফসোস! আমরা এমন ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, কোন অপরিচিতকে সাহায্য করা তো দূরের বিষয়, প্রতিবেশীরও খরব নেয়া হয়না বরং এখন তো মোবাইল, স্যোশাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, ফেইসবুক এবং ওয়্যাটসআপ ইত্যাদি এতই ব্যস্ত করে দিয়েছে যে, মা বাবার খবর নেয়া, একই ঘরে নিজের সাথে থাকা মানুষদের মনতুষ্টির করারও সময় পায়না। খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভক্তরা! মনে রাখবেন! একজন ভাল ও দায়িত্ববান মুসলমান হলো সেই, যে নিজেরও খেয়াল রাখে, নিজের পরিবারের, নিজের প্রতিবেশির, নিজের বন্ধুবান্ধবের বরং অপরিচিতি মুসলমানেরও খেয়াল রাখে, বিপদাপদে তাদের কাজে আসে, তাদের দুঃখ ভাগ করে নেয় এবং তাদের উপকার করে। **আল্লাহ পাকের হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاس মানুষের মধ্যে উত্তম হলো সেই, যে মানুষের উপকার করে।[১]

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতকে খুশি করার জন্য তাদের চাহিদা পূরণ করে, সে আমাকে খুশি করলো, যে ব্যক্তি আমাকে খুশি করলো, সে **আল্লাহ পাক**কে খুশি করলো আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক**কে খুশি করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[২]

---

১. কানযুল উম্মাল, ১৬তম অংশ, ৮/৫৪, হাদীস ৪৪১৪৭।
২. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিত তা'উন আলাল বিররে ওয়াত তাকওয়া, ৬/১১৫, হাদীস ৭৬৫৩।

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছু বাণীসমগ্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন এবং অপরকে ইলমে দ্বীন শিখাতেনও, প্রায় খানকা শরীফে মানুষের ইজতিমা হতো, তিনি সাধারণত কোরআন ও হাদীস, ফিকাহ, তাসাউফ ও তরীকত এবং নৈতিকতা বিষয়ে দরস দিতেন, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরীদদেরকে নামাযের প্রতি খুবই জোড় দিতেন, যেমনটি খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খলিফা ও প্রিয় মুরীদ খাজা বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার বুধবার পীর ও মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, সামারকন্দের ৬ জন দরবেশ খেদমতে উপস্থিত ছিলো, মাওলানা বুখারীও উপস্থিত ছিলো, অতঃপর শায়খ উহুদুদ্দীন কিরমানীও এসে বসে গেলেন, খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সে কেমন মুসলমান, যে নামায সময়মতো আদায় করেনা এবং এত দেরী করে যেম সময় চলে যায়, তার মুসলমানিত্বের প্রতি ২০ হাজার আফসোস! যে **আল্লাহ পাকের** বন্দেগীতে অলসতা করে, অতঃপর বলেন: আমি এমন শহর দিয়ে অতিক্রম করেছি, যেখানে এই রীতি ছিলো যে, মানুষ সময়ের পূর্বেই নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমারা সবাই সময়ের পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে যাও, এর কারণ কি? লোকরা বললো: কারণ এটাই যে, যখন সময় হয় সাথেসাথে নামায আদায় করে নেয়া যায়, যদি প্রস্তুত না থাকি তবে সম্ভবত সময় চলে যাবে অতঃপর এই মুখ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে দেখাবো?

অতঃপর খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাক বর্ণনা করলেন: **আল্লাহ** পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করেন: لَا اِیْمَانَ لِمَنْ لَا صَلٰوۃَ لَہٗ যার নামায নাই, তার ঈমান নাই। অতঃপর বলেন: বাগদাদের জামে মসজিদে মাওলানা ইমাদুদ্দীন নামক এক মুবাল্লিগ থাকতো, খুবই নেককার পুরুষ ছিলো, এই ঘটনাটি আমি তাঁর থেকে শুনেছি যে, একবার **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর সাথে দোযখের ব্যাপারে কথা বললেন, ইরশাদ করলেন: হে মূসা! আমি দোযখে একটি উপত্যাকা 'হাভিয়া' সৃষ্টি করেছি, যা হলো সপ্তম দোযখ আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও অন্ধকার এবং এর আগুনও কালো আর খুবই প্রখর। এতে সাপ, বিচ্ছু অধিকহারে রয়েছে, একে গন্ধকের পাথর দ্বারা প্রতিদিন উত্তপ্ত করা হয়, যদি এর গন্ধকের একটি কণা দুনিয়ায় এসে পরে তবে সকল পানি শুকিয়ে যাবে এবং সমস্ত পাহাড় গলে যাবে আর এর গরমে জমিন ফেটে যাবে। হে মূসা! এরূপ আযাব দুই ধরনের মানুষের জন্য বানিয়েছি; এক যারা নামায আদায় করেনা আর দুই যারা আমার নামে মিথ্যা শপথ করে।[১] اَلْاَمَانُ وَالْحَفِیْظ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শিক্ষার বিষয়, আহ! আমরা দূর্বল বান্দা এরূপ কঠিন শাস্তি কিভাবে সহ্য করবো, কিন্তু আফসোস! নামাযে অলসতা বৃদ্ধি পেতেই আছে, মনে রাখবেন! নামায ব্যতীত কোন উপায় নেই। খাজা বখতিয়ার কাকী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: আমার বৃহস্পতিবার খাজা গরীবে নেয়াজ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর খেদমতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো। খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন: হে দরবেশ! নামায হলো দ্বীনি রুকন এবং রুকন স্তম্ভ হয়ে থাকে, ব্যস যখন স্তম্ভ দাঁড়িয়ে যাবে তখন ঘরও দাঁড়িয়ে যাবে, যখন স্তম্ভ ভেঙ্গে যাবে তখন ছাদ সাথে সাথেই ভেঙ্গে পরবে, যেহেতু ইসলাম ও দ্বীনের জন্য নামায স্তম্ভের

১. দালায়িলুল আরেফিন, ১২-১৪ পৃষ্ঠা।

ন্যায়, যখন নামাযের ফরয, সুন্নাত, রুকু ও সিজদায় সমস্যা হবে তখন মূল ইসলাম ও দ্বীন খারাপ হয়ে যাবে।[১]

নেক আমল নং ১৪ 'র প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য, নিয়মিত নামায আদায়ে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য, নিজের এবং অপরের সংশোধনের চেষ্টার মাধ্যমে সাওয়াবের ভান্ডার জমা করার জন্য, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আর যতটুকু সম্ভব দাওয়াতে ইসলামীর ১২ দ্বীনি কাজে অংশ গ্রহণ করুন। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং নেক আমলের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসে জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে নেকী করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মন মানসিকতা তৈরি হবে। দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ যেখানে আমাদের দ্বীনি সংশোধন করে যাচ্ছে সেখানে চারিত্রিক প্রশিক্ষণও করে থাকে, আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রদান কৃত "নেক আমল" 'র মধ্যে ১৪ নং একটি নেক আমল রয়েছে যে, আপনি কি আজ (ঘরে বা বাইরে) কারো উপর রাগ আসাবস্থায় চুপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন নাকি কিছু বলা শুরু করেছেন?

মাযারাতে আউলিয়া বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী সারা দুনিয়ার মধ্যে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করা, সুন্নাতের সুবাস ছড়াতে দ্বীনের প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। বিশ্বের প্রায় ২০০টির অধিক দেশে মাদানী বার্তা পৌঁছে গেছে,

১. দালায়িলুল আরেফিন, ১১ পৃষ্ঠা।

সারা বিশ্বের মধ্যে দ্বীনি কাজকে দৃঢ় করার জন্য ৮০ টির অধিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একটি বিভাগ হলো **"মাযারাতে আউলিয়া বিভাগ"** এই বিভাগে দায়িত্ব প্রাপ্তরা অন্যান্য দ্বীনি কাজের সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার মোবারকে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমত করে যাচ্ছে, যেমন: যথা সম্ভব সাহেবে মাযার (মাযার মোবারকে শায়িত আল্লাহর ওলী) "র ওরশে পাকে সম্মিলিত ভাবে নাতের ব্যবস্থা, মাযার সমূহের পাশে অবস্থিত মসজিদ সমূহে আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সফর করানো এবং বিশেষ করে ওরশের দিনে মাযার শরীফ প্রাঙ্গনে সুন্নাতে ভরা মাদানী হালকা লাগানো, যাতে অযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায এবং ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি, মাযার সমূহে উপস্থিত হওয়ার আদব এবং **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সুন্নাত সমূহ শিখানো হয়, এমনকি দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে থাকে, ওরশের দিন মাযার শরীফে শায়িত বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে অসংখ্য ইসালে সাওয়াবের উপহার প্রেরণ করা এবং মাযার শরীফে শায়িত আধ্যাত্মিক আসনে সমাসীন বুযুর্গ, খলিফা ও মাযার সমূহের কমিটির সদস্যদের সাথে সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর খেদমত, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা এবং বিশ্বে ও বহিঃবিশ্বে চলমান দ্বীনি কাজ সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে সম্মানিত মাস রজবুল মুরাজ্জব আসি আসি করছে, আমরা রজব শরীফের বরকতময় মাস

কিভাবে অতিবাহিত করবো? আসুন! এব্যাপারে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর চিঠি মুবারক শুনি।

আত্তারের চিঠি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, রযবী عُفِيَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে **সকল ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীনীদের** সমীপে কাবা শরীফের আশে পাশে ঘুরে আসা মদীনা শরীফের সবুজ গম্বুজকে চুম্বন করা **রজবুল মুরাজ্জব, শাবানুল মুয়ায্যম ও রমযানুল মোবারকের** রোযাদারদের বরকতে পরিপূর্ণ খুশিতে আন্দোলিত হওয়া সালাম।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

হো না হো আজ কুছ মেরা যিকির হুযুর মে হুয়া
ওয়ারনা মেরি তরফ খুশী দেখকে মুসকোরায়ে কিউ

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আরেকবার পুনরায় আনন্দের দিন আসছে, **রজবুল মুরাজ্জব** মাস আগমনের পথে। এ মোবারক মাসে ইবাদাতের বীজ বপন করা হয়, **শাবানুল মুয়ায্যমে** অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা সেচ দেয়া হয় আর রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কাটা হয়।

রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলত

রজবুল মুরাজ্জবকে সম্মানকারীগণ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে এবং হালাল উপার্জনে যদি প্রতিবন্ধক না হয় আর মা বাবাও যদি বারণ না

করেন, তবে খুব শীঘ্রই ধারাবাহিকভাবে তিন মাস অথবা যার যতটুকু সম্ভব যেনো ততটুকু রোযা রাখার জন্য কোমর বেধেঁ প্রস্তুত হন। সেহরী ও ইফতারে কম আহার করে **পেটের কুফলে মদীনা** লাগিয়ে নিন।

হায়! এমন যদি হতো! প্রতিটি ঘরে আর বিশেষ করে আমার সকল মাদরাসাতুল মদীনা ও সকল জামেয়াতুল মদীনায় যদি রোযার বসন্ত এসে যেতো। সুতরাং প্রথম রজব শরীফ থেকেই রোযা রাখার সূচনা করুন। রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলতের কথা কি বলবো! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের কাফ্ফারা আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের কাফ্ফারা স্বরূপ; অতঃপর প্রতিদিনের রোযা এক মাসের কাফ্ফারা স্বরূপ।"** (জা'মেয়ে সগীর, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০৫১। দালায়িলে শাহরে রজব,৭ পৃষ্ঠা)

মে গুনাহ্গার গুনাহো কে সিওয়া কিয়া লাতা
নেকিয়া হোতি হ্যায় ছরকার নেকোকার কে পাস

নফল রোযার কি যে মহান মর্যাদা রয়েছে, এ প্রসঙ্গে দুইটি হাদীস শরীফ শুনুন:

(১) ফিরিশতাগণ মাগফিরাতের দোয়া করেন

হযরত উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমি তাঁর সামনে খাবার উপস্থাপন করলাম, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও।" আমি আরয করলাম: আমি রোযা রেখেছি। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যতক্ষণ রোযাদারের

সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ ফিরিশতারা ঐ রোযাদারের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকে।”

(আল ইহসান বিতরতীবে ইবনে হাব্বান, ৫/১৮১, হাদীস ৩৪২১)

(২) রোযাদারের হাড়গুলো কখন তাসবীহ পড়ে!

একদা হযরত বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمএর খেদমতে উপস্থিত হলেন, সে সময় **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাস্তা করছিলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল! নাস্তা করো।” হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি রোযাদার। তখন **উম্মতের সুপারিশ কারী, রহমতের নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমি নিজের রিযিক খাচ্ছি আর বিলালের রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে বিলাল! তুমি কি জানো! যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাড়গুলো তাসবীহ পড়তে থাকে আর ফিরিশতারাও তার জন্য দোয়া করতে থাকে।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৯৭, হাদীস ৩৫৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এতে জানা গেলো, যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে যায়, তাকে খাওয়ার জন্য ডাকা সুন্নাত, তবে যেনো মন থেকে ডাকা হয়, মিথ্যা বিনয় যেনো না হয় আর আগত ব্যক্তিও যেনো এরূপ মিথ্যা না বলে যে, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। বরং যদি খেতে না চান, তবে বলে দিন: **আল্লাহ পাক** বরকত দিন। এটাও জানা গেলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে নিজের ইবাদত লুকানো উচিত নয় বরং যেনো প্রকাশ করে দেয়া হয়, যাতে **রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাক্ষী হয়ে যায়। এটা রিয়া নয়। হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রোযার কথা

শুনে, যা কিছু বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো অর্থাৎ আজকের রিযিক আমরাতো এখানে খেয়ে নিচ্ছি, আর হযরত বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিনিময় জান্নাতে খাবেন। ঐ বিনিময় এ থেকে উত্তম হবে আর হাদীসে পাকে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক স্পষ্ট অর্থে রয়েছে। সত্যিই সেই সময় রোযাদারের প্রতিটি হাড় ও প্রতিটি জোড়া তাসবীহ পাঠ করে, যা রোযাদার জানেনা, কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুনেন। (মিরাত, ৩/২০২)

যদিও পূর্বে পাঠ করেছেন তবুও এই পুস্তিকা দু'টি (১) **"কাফন ফেরত"** রজবের বাহার সম্বলিত ও (২) **"প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **এর মাস"** পাঠ করে নিন। এছাড়া প্রতি বছর শাবানুল মুয়াযযমে ফয়যানে সুন্নাতের প্রথম খন্ডের অধ্যায় ফয়যানে রমযানও অবশ্যই পড়ে নিন। যদি সম্ভব হয় তবে **ঈদে মিরাজুন্নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক অনুসারে ১২৭ বা ২৭টি পুস্তিকা অথবা সামর্থ অনুযায়ী ফয়যানে রমযানও বন্টন করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

সাধারণভাবে সকল ইসলামী ভাই ও বিশেষভাবে জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ক্বারী সাহেববৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, নাযিমবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যথাভরা হৃদয়ে মাদানী অনুরোধ করছি, দয়াকরে আমি জীবিত থাকা অবস্থায় ও আমার ইন্তিকালের পরেও বেশী বেশী যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ও অন্যান্য দান সদকা সংগ্রহ ও জমা করতে থাকুন। ইসলামী বোনেরা অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে ও মুহরিমদের (অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) উৎসাহ দিন। **আল্লাহ**র শপথ! আমি ঐ সকল শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে শুনে খুবই খুশি হই, যারা নিজেদের গ্রামে বা শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে রমযানুল মোবারকে জামেয়াতুল মদীনায় কাটান এবং নিজ মজলিশের

শিডিউল অনুযায়ী চাঁদার স্টলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ কোন অপারগতা ছাড়া শুধু অলসতা ও উদাসীনতা করে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের জন্য আমার মন কাঁদে।

বিশেষ মাদানী ফুলঃ যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন চাঁদা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাদের চাঁদার ব্যাপারে জরুরী আহকাম জানা ফরয। প্রত্যেকের খেদমতে আকুল আবেদন যে, যদি অধ্যায়ন করে থাকেন তারপরও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** পুনরায় অধ্যায়ন করুন।

হে আল্লাহ! যে সকল আশিকানে রাসূল রমযানুল মুবারকে চাঁদা ও কুরবানীর ঈদে চামড়ার জন্য কষ্ট করে আমার মন খুশি করেন, আপনি তাদের উপর চিরস্থায়ী ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাদের সদকায় আমি পাপী গুনাহগার, গুনাহগারদের সর্দারের উপরও চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান। **হে আল্লাহ!** যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন (অপারগতা না থাকা অবস্থায়) প্রতি বছর তিনমাস রোযা রাখা ও প্রতি বছর জমাদিউল আখিরে **"কাফন ফেরত"** পুস্তিকা ও রজবুল মুরাজ্জবে **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মাস"** ও শাবানুল মুয়ায্যমে **"ফয়যানে রমযান"** (সম্পূর্ণ) পাঠ করে বা শুনে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাকে ও আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী করে রাখো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিমাংসা করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মিমাংসা করার মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✯ মুসলমানদের মাঝে মিমাংসা করানো **আল্লাহ পাকের** সুন্নাত। (মিমাংসা করার মাদানী ফুল, ৩১ পৃষ্ঠা) ✯ হাদীসে পাকে রয়েছে: সৃষ্টির মধ্যে মিমাংসা করাও, কেননা **আল্লাহ** করীমও কিয়ামতের দিন মুসলমানদের মাঝে মিমাংসা করাবেন। (মুস্তাদরিক, ৫/৭৯৫, হাদীস ৮৭৫৮) ✯ মুসলমানদের মাঝে প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি করা এবং মিমাংসা করানো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও সুন্নাত। (সীরাতুল জিনান, ২/১৯) ✯ অতএব আমাদের **শাফায়াতকারী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আওস ও খাযরাজ দুই গোত্রের মাঝে মিমাংসা করান। (দুররে মনসুর, আলে ইমরান, ১০০ নং আয়াতের পাদাটিকা, ২/২৭৯) ✯ মিথ্যা বলে দু'জন পুরুষ বা পুরুষ ও নারীর মাঝে মিমাংসা করানো জায়িয। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৭১৩) অতএব হাদীসে পাকে রয়েছে: মিথ্যা কোথাও ঠিক নয় কিন্তু তিনটি স্থান ব্যতিত: (১) পুরুষের নিজের স্ত্রীকে রাজি করানোর জন্য (মিথ্যা) কথা বলা, (২) ঝগড়ায় মিথ্যা বলা এবং (৩) মানুষের মধ্যে মিমাংসা করানোর জন্য মিথ্যা বলা।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭৭, হাদীস ১৯৪৫)

ঘোষণা

মিমাংসা করার অবশিষ্ট ফযীলত তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**